দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৪/২/৮০ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৩ ...

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের উত্তরসূরী

হোসনে আরা শাহেদ

সেবিকারা ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন। যে কারণে তারা ধর্মঘট করেছিলেন তা সকলের কাছেই পরিষ্কার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মঘট দীর্ঘদিন চলেছে। বিস্তর বেলা হয়েছে পানি।

ব্যাপারটি শুরুতে গুরুতর ছিল না। সাধারণ বাম হাতের ব্যাপার। ডান হাতে লেন-দেনের যে সৌজন্য, তা অবশ্য পালনযোগ্য। যদি কেউ তার হের-ফের করে, তা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নিন্দনীয়—কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উপেক্ষণীয় হতে পারে সন্দেহ নেই। কথায় বলে যে অপ্রিয় ব্যাপার টানলেই বাড়ে, তা না টানতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যখন কেউ তা ভুলে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেন, আর সেই তিনি যদি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, মর্যাদায়, দায়িত্বে শ্রেষ্ঠ হন, তবে মনে কেমন যেন খটকাই লাগে।

তবু মনের ব্যাপার যখন—সেন্টিমেন্টের প্রাধান্যই স্বীকার করে নেয়া যাক। সব মন তো সমান নয়—অতএব কারও যদি অল্পেই মেজাজ বিগড়ায়, তা-ও তেতাটা দোষের হতে পারে না নিশ্চয়ই। কিন্তু জানা কথা, এ মেজাজ শীতল হতে তো বেশীক্ষণ লাগে না, অতএব মনকেও খানিক পরে ক্ষমাশীল করতে বেগ পেতে হওয়ার কথা নয়। অন্ততপক্ষে আমরা জানি—জাগতিক রীতিই এই। নইলে মানুষ যখন নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা নয় এবং মানুষের চলাফেরা যখন মানুষের সঙ্গেই, তখন তো এমন সহস্র মন কষাকষি হবেই, কিন্তু তাকে বাড়িয়ে তুলে কে কবে শান্তি পেয়েছে—প্রশ্নটি শুধু সেখানেই।

সেবিকা বোনের যদি এই অপরাধ হয়, তিনি কাজের সময়ে, বিশেষভাবে আলোচ্য ভদ্রলোকের সঙ্গে বাম হাতের ব্যবহার করেছেন—তবে তাঁকে লজ্জা বা ধিক্কার দেয়া যেতো বহু উপায়েই। (অবশ্য এড়িয়ে যাওয়াই যে একমাত্র সুন্দর পথ ছিল—এটা স্বীকার করবেন, যে কেউ এক বাক্যেই।) কিন্তু তা না করে পাল্টা চপেটাঘাত সমর্থিত হতে পারে না কোনো নিয়মেই। এই রূঢ় আঘাত বিষময় হয়ে দাঁড়াতে পারে, দাঁড়িয়েছেও, বহু অর্থেই। একজন সেবিকা রমণী বলে, অতএব তিনি নির্যাতনের পাত্র, এ কি গ্রহণযোগ্য? তিনি মানুষ, কর্মজীবী মানুষ, তাঁর কর্মে তিনি নিবেদিত, তাঁর দায়িত্বে তিনি অনন্য, তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে হেনস্তা করা মানে তাঁকে নয় শুধু, তাঁর মহান পেশাকেই অবমানিত করা। দ্বিতীয়ত শারীরিক নির্যাতন সভ্য সমাজে শালীনতার লংঘন—বিশেষভাবে আক্রান্ত যদি একজন মহিলা এবং আক্রমণকারী যদি ক্ষমতাবান পুরুষ হন। সকল রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে কেন যে এমন অশুভ ঘটনা ঘটলো—দুঃখটা সেজন্যই।

ঘটনা যদি এখানে শেষ হতো হয়তো কথা ছিল না—শোনা গেছে, এর পরেও সংঘবদ্ধভাবে নাকি আক্রমণ চালানো হয়েছে শিক্ষার্থী নার্সদের ছাত্রীনিবাসে। কে বা কারা নাকি নার্সদের তথাকথিত স্পর্ধার সমুচিত শাস্তি বিধানে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তৎপর হয়ে তাঁদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই আচরণ করেছেন।

শোনা কথা সব। কিন্তু সব কথাই তো শোনা। প্রমাণ দিয়ে হিসেব চলে আর ক'টি ক্ষেত্রে? নার্সদের সম্মিলিত বিচারের দাবী ক'দিন ধরে আকাশ বাতাস মুখরিত করছে, তাঁদের কর্তব্য-বিরতি চূড়ান্তভাবে রোগীদের দুর্দশার কারণ হয়েছে, অথচ যাঁদের হাতে সমাধানের ভার, তাঁদের অনেকেই ব্যাপারটাকে 'ভুল বোঝাবুঝি' ভেবে অসীম ধৈর্যে বসেছিলেন। তারও তো দ্রুত নিরসনের প্রয়োজন ছিল, বিশেষত মনে হয়, যেখানে সময়োচিত 'দুঃখ প্রকাশে'ই হয়ত দ্রুত কাজ হতে পারতো।

নার্সিং প্রফেশন কত বড়, কতো যে মহান তা আমরা জানি—কথায় কথায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলদের শিশুদের পাঠ্য-পুস্তকেও টানি। কিন্তু হায়! তাদের প্রতি বাস্তবে এ কী হয়রানি।

যা হোক, কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী, সেবিকারা তাদের অভিযোগের প্রতিকার সাপেক্ষে কাজে যোগদান করেছেন। তাঁদের প্রার্থনা শুধু অনুসন্ধান ও বিচার। তাঁদের প্রতি যে আচরণ হয়েছে, তা যদি কিছু অংশও সত্যি হয়, তবে তা সমাজের গণ্যমান্যদের কাছে 'সামান্য ক্ষতি' হতে পারে, কিন্তু তাঁরা তা মেনে নেবেন কেন সর্বাংশ? কিন্তু এ ক'দিন কেন এমন করে ব্যাপারটি উড়িয়ে দেয়ার পালা চলছিল—এ জিজ্ঞাসা তো থেকেই যাবে। কোথায় তার জবাব মিলবে?

তবু সব ভালো যার শেষ ভালো। নার্স বোনেরা মর্যাদার

(৬-এর কঃ দ্রঃ)

(৩-এর কঃ-এর পর)

ভিত্তিতে কাজ যেন করে যেতে পারেন আর আপন কর্তব্যে মহিমান্বিত থাকতে সক্ষম হন—আমরা সাধারণ মানুষেরা তাই চাইবো। আমরা মানে তারা—যারা পেয়িং ওয়ার্ডে না থাকলে এই একমাত্র নার্স ছাড়া সাধারণত চিকিৎসকের চেহারা সচরাচর দেখি না, তাঁদের ভ্রাম্যমাণ ছায়া দেখেই সান্ত্বনা লাভ করি, অথবা সুস্থ বা ব্যর্থ হয়ে ভাগ্যের ওপর নিদারুণ অভিমান করে ঘরে ফিরে আসি।

আমরা মানে তারাই যারা শ্বেত-কপোতের মতো শুভ্র পোশাকের সেবিকা বোনদের সাহচর্যেই হাসপাতালের নিরানন্দ, উদ্বেগাকুল ও ভয় মথিত দিনগুলো পার করি।

পথের পাঁচালি